অমর চিত্র কথা

নং 292 টা. 3.50

VG.292

চোখা মেলা

মহারাষ্ট্রের সন্ত-কবি

Indrajal.blogspot.in

চোখা মেলা

চোখা মেলার লেখা তিন'শ পঞ্চাশটি ভজনগানের কয়েকটি অবলম্বন করে বর্তমান চিত্রকথা গড়ে উঠেছে। চোখা মেলার কবিতা হল তাঁর নিজস্ব আধ্যাত্ম চেতনার স্ফুরণের কাহিনী। অস্পৃশ্য হিসেবে পরিচিত এক সম্প্রদায়ে তাঁর জন্ম হয়েছিল। চূড়ান্ত হতাশায় তিনি বলেছিলেন: "আমার শরীর অপবিত্র, নীচ জাতিতে আমার জন্ম, আমার স্বভাব কুৎসিত, আমার চিন্তা ক্লেদাক্ত, আমার ভাষা অপরিচ্ছন্ন। সবাই আমাকে ঘৃণা করে। এই হল আমার করুণ জীবন।"

পরে সেই চোখাই বলেছিলেন, "একজন অস্পৃশ্য কি করে ঈশ্বরকে অশুচি করবে? কে পবিত্র আর কেই বা অপবিত্র? ঈশ্বর এ সবের ঊর্ধ্বে।"

যে মন্দিরেই তিনি ঢুকতে গেছেন সেখান থেকে বিতাড়িত হয়েছেন, তারপর নিজের মধ্যে ভক্তি গভীরতর হল... নীচ ভক্ত অবশেষে উপলব্ধি করলেন মানুষ নিজেই ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ মন্দির। নিজের নতুন উপলব্ধি থেকে তিনি গাইলেন :

" দেহ আমার পান্দারি
আত্মা আমার ভগবান
শান্তি আমার রুক্মিণী "

চোখার নিজের উপলব্ধি পূর্ণতা লাভ করল... তিনি সন্ন্যাস নেবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে উঠলেন :

"আমি সুখী! আমি সুখী! আমি হৃদয় দিয়ে ঈশ্বরকে দেখেছি। আমি সর্বত্র তাকে অনুসন্ধান করেছি। আমার শরীরে যন্ত্রণার বোধ নেই। সর্বত্র ঈশ্বরের অস্তিত্ব ছাড়া আমি কিছুই উপলব্ধি করি না।"

স্ত্রী সৈরাবাঈ আর পুত্র কর্মমেলা চোখার উত্তরণের প্রভাবের বাইরে থাকতে পারেন নি। সৈরা বাঈ প্রায় ষাটটি আভাঙ্গা (কবিতা) রচনা করেছিলেন।

অনুবাদ : অঞ্জলি রায়/বর্ণলিপি : দেবব্রত ঘোষ

'অমরচিত্রকথা'র বাংলা সংস্করণের
একমাত্র পরিবেশক **উচ্চারণ**

২/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,
কলকাতা ৭৩, ফোন : ৩৪ ৮০৪৩

Published by H.G. Mirchandani for IBH Publishers Pvt. Ltd., 22, Bhulabhai Desai Road, Bombay 400 026 and printed by him at IBH Printers, Marol Naka, Mathuradas Vissanji Road, Andheri (East), Bombay 400 059.

Editor : Anant Pai   Associate Editors : Kamala Chandrakant • Subba Rao
Material provided by : Lalita Kodikal   Script : Kamala Chandrakant
Art Consultant : Ram Waeerkar   Artworks : Dilip Kadam
Production : Govind Kotwani

চোখা মেলা

১৩ শ শতাব্দীর শেষ দিক... শোলাপুরের মঙ্গলবেদ গ্রাম... কয়েকটি মাহার জাতির ছেলে বিকেলে কুটিরের সামনে হা-ডুডু খেলছে...

...গোধূলি বেলা.... ধীর গম্ভীর শব্দে মন্দিরের ঘণ্টা বেজে উঠল!

ঢং ঢং ঢং

হা-ডু-ডু ডু-ডু

ঘন্টার শব্দ আরও জোর, স্পষ্ট আর দ্রুত হয়ে উঠতেই একটি ছেলে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে কান পাতল। ঘন্টা যেন ডাকছে 'আয়, চোখা, আয়।'

ঢং! আয়! চোখা! আয়! ঢং! আয়!

প্রত্যহই এই পুণ্য লগ্নে ঘন্টা বাজে কিন্তু কোনদিন সে এত পরিষ্কার করে... এত ব্যাকুল হয়ে তাকে ডাকেনি।

আয় চোখা

আসছি! আমি আসছি!

চোখা! কোথায় চললি?

মন্দিরে! মন্দিরে যাচ্ছি

যাস না। তুই যাস না। তুই মাহার। ফিরে আয়, চোখা, ফিরে আয়...

Indrajal Comics

কিন্তু চোখা যেন শুনতেই পেল না। ঘন্টার ডাক তাকে পেয়ে বসেছে। সে ছুটে চলল।

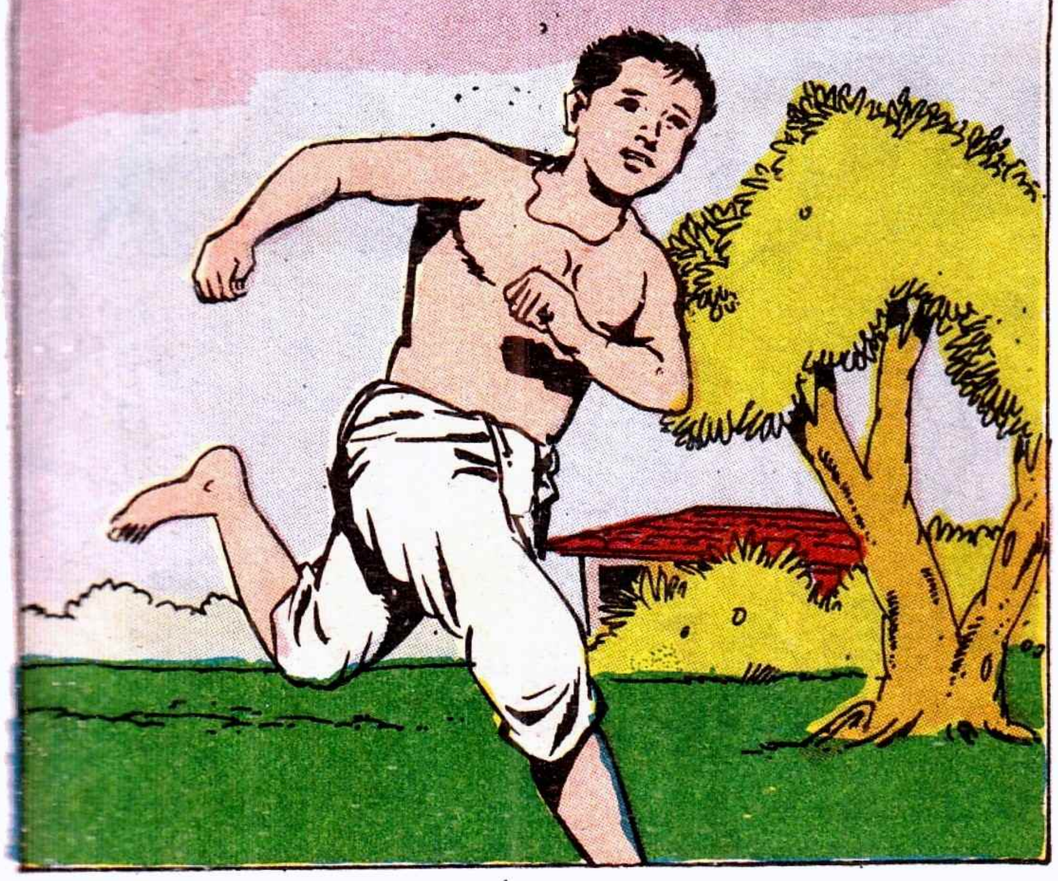

গ্রামের মন্দিরে তখন আরতি আরম্ভ হচ্ছে।

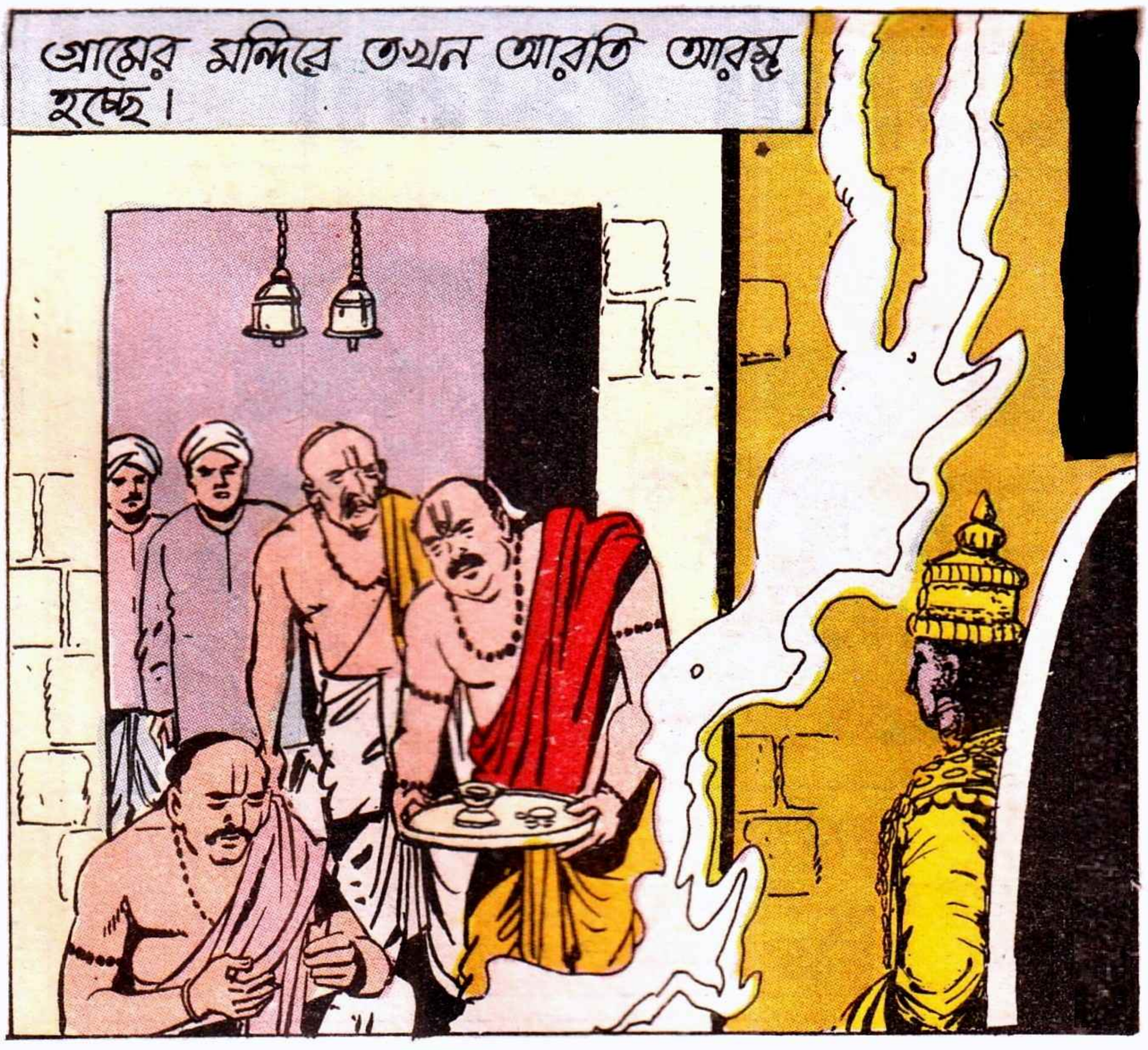

ঘন্টার দোলা বেড়েই চলল আর তার শব্দ হয়ে উঠল তীব্র থেকে তীব্রতর।

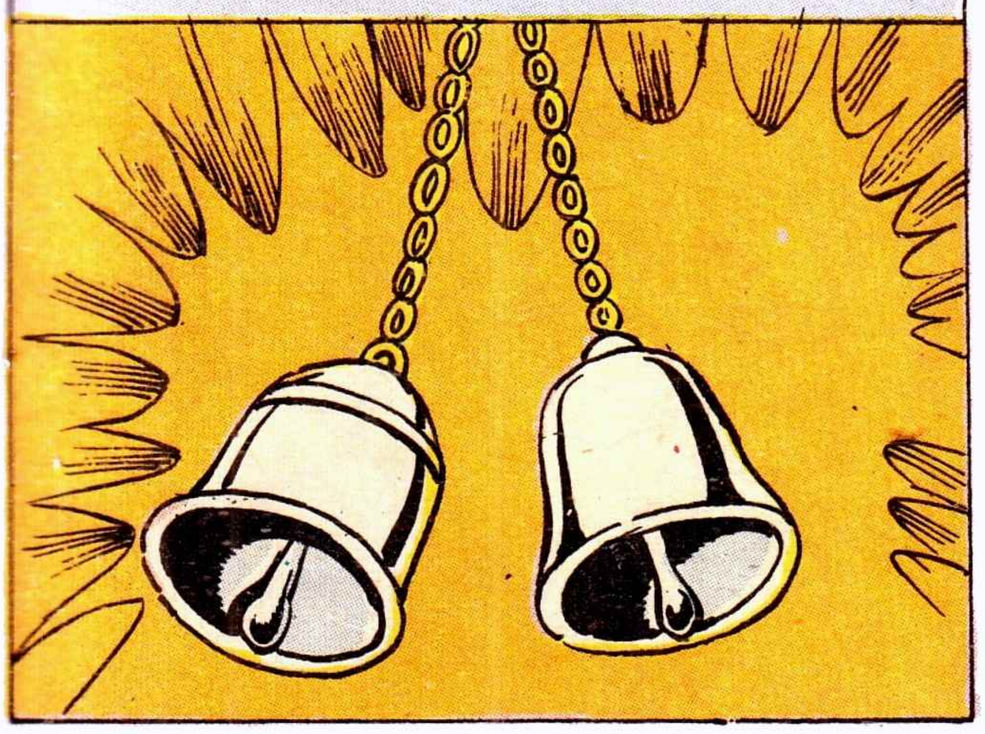

ছেলেটির মনের গভীরে কিসের যেন দোলা...

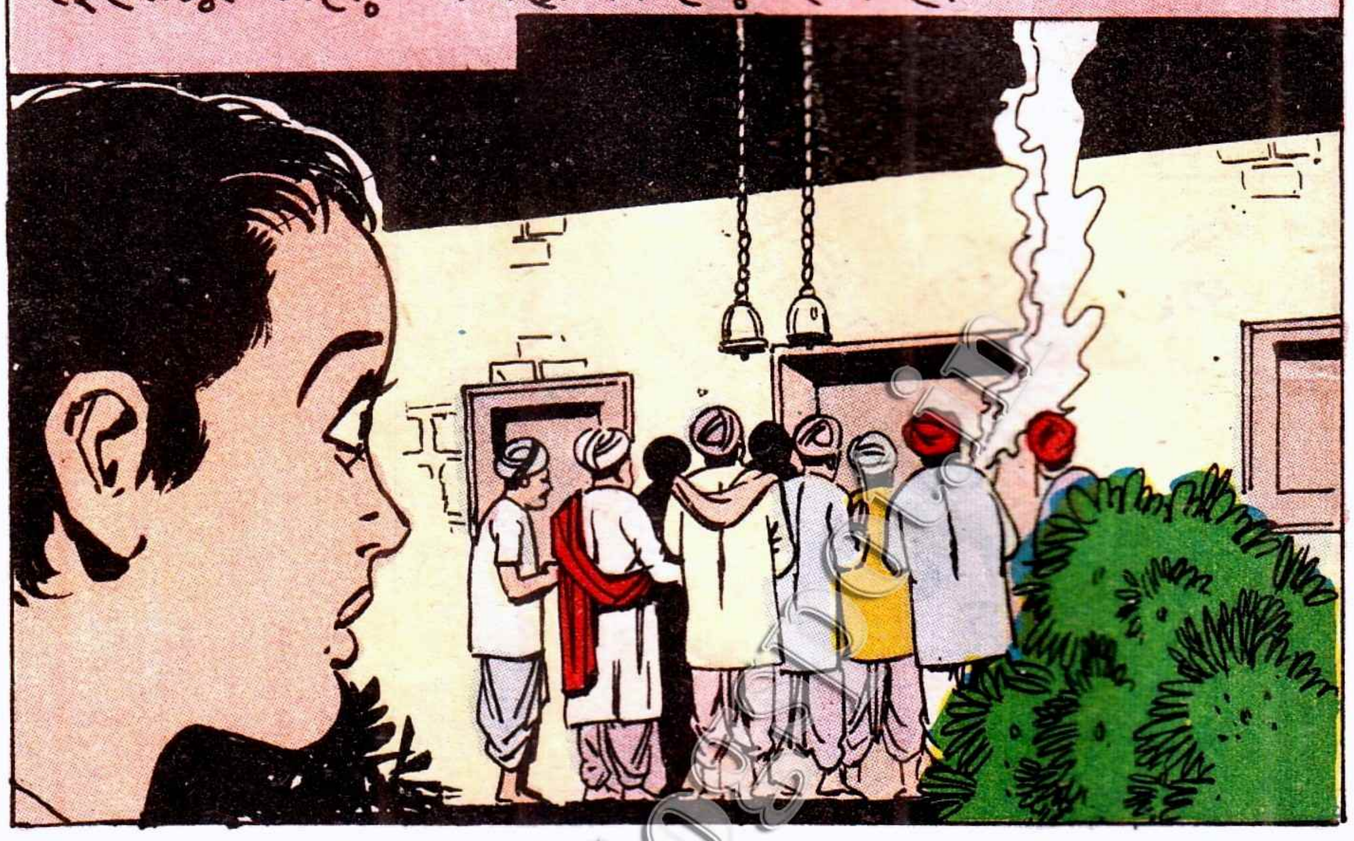

ভীড় ঠেলে পথ করে এগোল সে। প্রার্থনায় বিভোর পূজারীরা তাকে লক্ষ্য না করেই পথ ছেড়ে দিল।

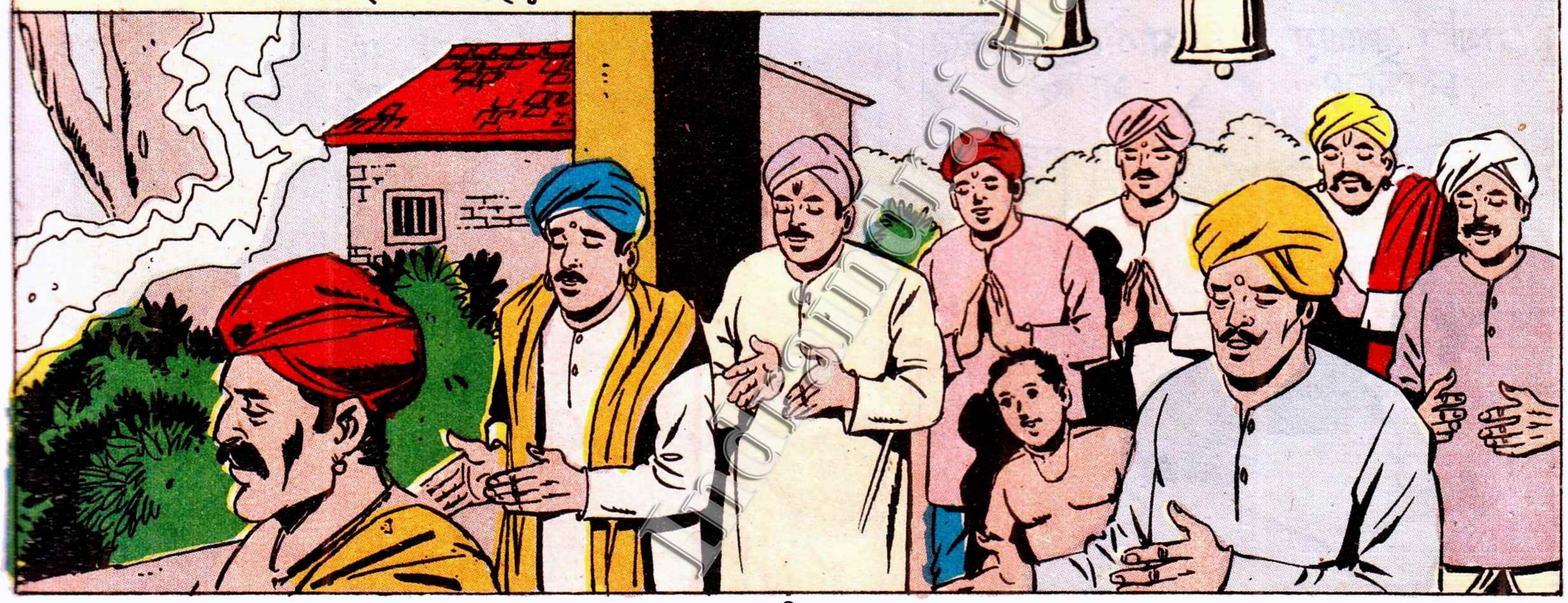

পূজাবেদীর কাছে যাবার অধিকার কেবল উচ্চতম বর্ণ আর উচ্চতম শ্রেণীর। ছেলেটি সেখানে পৌঁছতেই...
... সবাই তাকে চিনে ফেলল।
ছি! ছি! এতো চোখা মেলা — মাহারের ছেলে!
কোন সাহসে এখানে এসেছিস... এই পুণ্য মুহূর্তে? নোংরা বদমায়েশ বেরিয়ে যা এখান থেকে!
আ-আমি নোংরা নই ... রোজ স্নান করি আর...
... আর আমার কাপড় রোজ কাচা হয়।
দেখুন! পরিষ্কার। আমিও পরিষ্কার!
আর একটা কথা নয়, উদ্ধত শয়তান!
indrajal.blogspot.in

BNG-292

indrajal.blogspot.in

শেষ লোকটাও চলে গেলে ছেলেটা উঠে দাঁড়াল। অপমানে সে হতবাক।

ওরা আমাকে নোংরা বলে কেন ? আমি তো রোজ স্নান করি। আমার পোশাক ওদের মতনই পরিষ্কার। সে কথাটা তো ওদের বললাম তাহলে কেন...

ঘন্টার শব্দ চোখাকে আকর্ষণ করেই চলল... কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার সামাজিক অবস্থাটাও সে বুঝতে শিখল

আমি মাহার, অস্পৃশ্য শরীরটা ঘষে ফেললেও এই সত্যিটা ধুয়ে যাবে না।

ওরা কোনদিনই আমাকে এ মন্দিরে ঢুকতে দেবে না। তাহলে তোমার মহিমান্বিত চেহারার দর্শন পাওয়ার জন্য আমি কেন আকুল হব?

হুঁ ! তাহলে ? অন্য মন্দিরে যাব। বাড়ি ছেড়ে গিয়ে এ গ্রামের বাইরে কোন মন্দিরে তোমাকে দেখব।

দেবতার খোঁজে চোখা বাড়ি ছাড়ল।

প্রথমে যে মন্দিরটা পড়ল... তার বাইরে —
আমায় একটু ভেতরে যেতে দিন। আমি একটু দেবতাকে দেখব।
আরে! তুই মাহার না?
হ্যাঁ... হ্যাঁ... কিন্তু আমি...
শয়তান! এত বড় সাহস, মূলফটকের ভেতরে এসে কথা বলিস!
বেরিয়ে যা... মার খাওয়ার আগে।
কি ব্যাপার?
এই বজ্জাত মাহারটা লুকিয়ে ফটক পেরিয়ে মন্দিরে ঢোকার চেষ্টা করছিল।
সত্যি? আপনি ধরলেন কি করে?
ও যেই কথা বলল। ওর নোংরা ভাষা, কুৎসিত শব্দ, জঘন্য উচ্চারণ—ওকে ধরিয়ে দিল।
ওঃ!
ঠিক আছে অন্য কোন গ্রামে অন্য কোন মন্দিরে তোমার খোঁজ করব।

BNG.292

কিন্তু সর্বত্রই পরিস্থিতি এক। কোথাও সে মন্দিরে ঢুকতে পেল না।
একদিন হতাশ হয়ে সে এক গ্রামে একটা গাছের নীচে বসে পড়ল।
ভালমানুষের ছেলে.. তোমাকে বিদেশী মনে হচ্ছে।
হ্যাঁ আমি মংগলবেদ থেকে এসেছি।
ওঃ! খাবার কিছু সঙ্গে আছে ? নিশ্চয় নেই। তোমাকে দুর্বল আর ক্লান্ত দেখাচ্ছে।
চোখা অবাক। এমন দয়া সে আগে কখনও দেখেনি। তার মুখ দিয়ে কোন কথা বেরুল না... সে স্তম্ভিত।
মনে হচ্ছে তুমি বড্ড দুর্বল.. কথাই বলতে পারছ না। এস আমাকে ধর।
বণিক চোখাকে বাড়িতে নিয়ে এল।
আমি ভেতরে গিয়ে আমার বৌ কে বলছি তোমাকে একটু গরম খাবার রেঁধে দেবে।

BNG.292

লোকটা কে? কি জাত ওর?

জানিনা। দেখলাম লোকটা ক্ষিদেয় দুর্বল হয়ে পড়েছে... তাই নিয়ে এলাম।

এবার লক্ষ্মী মেয়ে হয়ে ওর জন্য রান্না কর।

আর তুমি? তুমি এক্ষুনি খাবে?

না, আমিও ওর সঙ্গে খাব।

কী? ও কি জাত না জেনেই? যদি ও শূদ্র কিম্বা আরো খারাপ... অস্পৃশ্য হয়?

তাতে কি হয়েছে?

কিছু যদি নাই হবে তাহলে ব্রাহ্মণেরা আমাদের সঙ্গে খায় না কেন?

না! রান্না আমি করছি কিন্তু ও খাবে বারান্দায় বসে!

তুমি এখানে খাবে!

পরে খাবার নিয়ে বাইরে এসে—

হা ভগবান! চলে গেছে!

পারিবারিক শান্তির জন্য বনিক রাজি হয়ে গেল।

BNG.292

ভগ্নহৃদয় চোখে নিজের গ্রামে ফিরে এল। মন্দিরের ঘণ্টা আর তার সঙ্গে কথা বলে না।
একের পর এক আঘাত এল সবই সহ্য করলাম। কিন্তু এর শেষ নেই।
আমার শরীর অপবিত্র। আমার স্বভাব কুৎসিত। আমার চিন্তা ক্লেদাক্ত। আমার ভাষা নোংরা।
সবাই আমাকে অপমান করে... অবাক হওয়ার কিছু নেই...
ও বাইরের বারান্দায় খাবে!

তারপর একদিন... একদল বারকরি* গ্রামের মধ্যে দিয়ে প্রভু বিঠোবা আর পান্ডারপুরের মাহাত্ম-গান গাইতে গাইতে চলেছে।

বিঠোবা...
বিঠোবা...
বিঠোবা...

তাদের গানের সুর আর ভক্তির গভীরতা চোখাকে হতবাক করে দিল।

মন্ত্রমুগ্ধের মতন সে তাদের অনুসরণ করল।

বিঠোবা!
বিঠোবা!

বেশ কয়েকদিন হেঁটে তারা পান্ডারপুর পৌঁছল।

বিঠোবা!
বিঠোবা!

বিঠোবা!
বিঠোবা!

বিঠোবা!

* বৈষ্ণবদের একটি দল যারা নিয়মিত পান্ডারপুর যায়।

এই জায়গাটা ঈশ্বরের নাম শুনে মুখর কেন।
নদীতে স্নান সেরে সে কাপড় চোপড় ধুয়ে নিল।
...মন্দিরটা প্রদক্ষিণ করে...
...মন্দিরের প্রধান দরজায় সাষ্টাঙ্গে শুয়ে পড়ল।
আশ্চর্য স্থান মাহাত্ম্য! বহু মূর্তি দেখেছি, ঈশ্বরের সম্বন্ধে বহু গল্প শুনেছি কিন্তু এত শান্তি কখনও পাইনি।

সে নদীর তীরে ফিরে এল।

বিঠোবা! বিঠোবা! বিঠোবা!

বিঠোবা!

বিঠোবা!

এই জায়গাটা ঈশ্বরের নামের ঐশ্বর্যে ভরা কেন?

আমার মুক্তির উপায় দেখতে পেয়েছি। আমি এই পথেই যাব, যাই ঘটুক।

বিঠোবা! বিঠোবা! বিঠোবা! বিঠোবা!

BanglaBook.org

BNG.292

সন্ধেবেলা মন্দিরের ঘন্টা বাজতে লাগল।
ঢং
বিঠোবা!
চোখা মন্দিরের প্রধান ফটকের দিকে এগিয়ে গেল।
ঢং
ঘন্টার শব্দ দ্রুততর আর তীব্রতর হয়ে উঠল... চোখা চোখ বুজল।
ঢং
সে চোখ খুলল আরতি শেষ হওয়ার অনেক পর।
প্রভু এই দরজায় দাঁড়িয়ে তোমার দিকে তাকাতে পারছি– আমি কৃতজ্ঞ তোমার কাছে!
কৃতজ্ঞ হওয়াই উচিত কারণ ঈশ্বর একজন নীচ মাহারকে তাঁর সামনে আসতে দিয়েছেন।
আশ্চর্য, এ কথা কিন্তু চোখাকে আঘাত করল না।

পাঁকের মধ্যে ফোটা পদ্মকেও সূর্য অবহেলা করে না। চাঁদ পৃথিবীকে তার আলোয় ধুয়ে দেয় কিন্তু ছোট্ট চকোর পাখিকে সে ভুলে যায় না। তাহলে ঈশ্বর কেন নীচ মাহারকে ভুলে যাবেন।

শয়তান মাহার, এত সাহস তুই বিদ্বান কবিদের কথা নিজের কাজে লাগাস।

আখ দেখতে খারাপ কিন্তু তার রস মিষ্টি।

চোখা খারাপ হতে পারে কিন্তু তার ভক্তিটা নয়।

কথাটা পুরোহিতকে চমকে দিল।

অশিক্ষিত, কায়তান! এত সাহস তোর একজন পুরোহিতের সঙ্গে ঈশ্বর আর ভক্তি নিয়ে তর্ক করিস।

তোর ভক্তি যদি এত বড়ই হয় আর ঈশ্বরের যদি তোর সম্পর্কে এতটুকু ভালবাসা থাকত...

তাহলে তিনি তোকে মন্দিরের ভেতর নিয়ে যেতেন, তাই না?

কোনো উত্তর না পেয়ে...

চোখা পেছন ফিরে...

...ধীরে ধীরে চলে গেল।

নীচ, অশিক্ষিত শয়তান! ঈশ্বের... একটুও ভালবাসা... তাকে মন্দিরের ভেতর নিয়ে যেতেন..তাই না?

ভক্তরা গান গাইছে। কিন্তু তার কানে যাচ্ছে না।

আমি নীচ, অশিক্ষিত, বোকা। আমি বেদ, পুরাণ পড়িনি!

Indrajal Comics

Indrajal.blogspot.in

না, না চোখা! পুরোহিতের কথায় নিজের বিশ্বাসকে টলতে দিও না। তুমি চাইলে ঈশ্বর তোমাকে তার মন্দিরে নিয়ে যাবেন।
মনে রেখো তাঁর নাম গানই তোমাকে শান্তি দিয়েছিল।
কোন শান্তি? যে শান্তি যে কোন পুরোহিত কেড়ে নিতে পারে?
না! এমন শান্তি যার জন্য আমি তোমার সঙ্গে আছি, চোখা এস... যদি ইচ্ছে থাকে।
চোখা উঠল...
...আর দেখল সে মন্দিরের দিকে চলেছে।
indrajal.blogspot.in

অন্ধকার রাত, প্রধান ফটকের বাইরে সে দাঁড়িয়ে গেল... মানুষ তার জন্যে এই সীমাই বেঁধে দিয়েছে।
ঢোক, চোখা ঢোক। ভয় কী? আমাকে বিশ্বাস হয় না?
কিন্তু আমি তোমাকে অপবিত্র করে দেব। আমি মাহার।
নির্বোধ! তুমি আমাকে অপবিত্র করতে পারলে আমি ঈশ্বর হতাম না। আমাকে ডাকার জন্যে তোমাকে প্রাণ আর শক্তি দিইনি কি?
চোখা অনুভব করল পূজার বেদী তাকে টানছে।
দরজা খোল! এস! খোল! তোমার ভক্তি তোমাকে এতদূর নিয়ে এসেছে। অর্গল টান। দরজা খুলে দাও।

indrajalraja.blogspot.in

ঠিক তখন পুরোহিত সশব্দে ঢুকলেন।
এতবড় সাহস কার— এ দরজা খুলেছে আমার...
চোখাকে দেখে তিনি ক্রোধে ফেটে পড়লেন।
তু- তুই, নোংরা মাহার! কোন্ সাহসে ঢুকেছিস? নিজের ধর্ম ভুলে গেছিস? কর্মের ভয় পাস না?
আমি ধর্ম কর্ম বেদ শাস্ত্র কিছুই জানি না।
মন্দিরকে... ঈশ্বরকে অপবিত্র করার সাহস কি করে হল?
ঈশ্বরকে অপবিত্র করব কি করে? অস্পৃশ্য কি গঙ্গাকে অশুদ্ধ করতে পারে? কোনো পাপী কি পারে পৃথিবীর উপর হেঁটে মা বসুন্ধরাকে অশুচি করতে।
সহজ কথাটা বুঝলেন না ঠাকুর? ঈশ্বর অপবিত্রতার ঊর্ধ্বে। আমি তাকে দেখেছি, তার সঙ্গে কথা বলেছি।
থাম্! পাগলা!

বল, এখানে ঢুকলি কি করে?

কেন, ঈশ্বর আমাকে পথ দেখালেন।

নির্লজ্জ মিথ্যেবাদী! ঈশ্বরকে অপবিত্র করেছিস আবার তাঁকে দোষ দিচ্ছিস!

এক্ষুনি বেরিয়ে যা এখান থেকে। ভক্তরা এসে পড়লে তোকে পাথর ছুঁড়ে খুন করবে!

তোর আর পান্ডারপুরে থাকা উচিত নয়... থাকলে ঈশ্বর আবার তোকে মন্দিরে নিয়ে যেতে পারেন!

নির্বোধ! যা! ওখানে দাঁড়িয়ে কেন?

চোখা নিঃশব্দে মন্দির ত্যাগ করে...

...পান্ডারপুর ছেড়ে নদীর অপর পারে হাজির হল।

BNG.292

এদিকে চোখাকে তাড়িয়ে দিয়েও পুরোহিত তাকে... তার কথাগুলোকে ভুলতে পারছেন না... ভুলতে পারছেন না মন্দিরের ঘটনাটা।
ঈশ্বর আমাকে পথ দেখালেন
ঈশ্বর অপবিত্রতার ঊর্ধ্বে
আমি তাঁকে দেখেছি তাঁর সঙ্গে কথা বলেছি
এ সব কি পাগলের প্রলাপ? না কি সত্যিই ঈশ্বর ওকে দেখা দিয়েছেন?
তাহলে তিনি আমাকে দিচ্ছেন না কেন? আমি এতদিন ধরে তাঁর সেবা করছি... তাছাড়া আমি ব্রাহ্মণ!
না। এ হতে পারে না। লোকটা মিথ্যেবাদী ঠক! কিন্তু ঈশ্বরের সামনে কেউ মিথ্যে-কথা বলতে সাহস করে?
হা, ঈশ্বর, আমি কোনটা বিশ্বাস করব?
দাম্ভিক পুরোহিতের আত্মসন্তুষ্টি ঘুচে গেল।

পুরোহিতের মন সন্দেহে দুলছে। পূজা-অর্চনার কাজে মন দিতে পারছেন না তিনি। অবশেষে একদিন—

নদী পেরিয়ে যাই... লোকটার সঙ্গে দেখা করতে যেতেই হবে। আমার নিজের জন্য।

নদীর ওপারে চোখার বাড়ির কাছাকাছি আসতেই—

এত করে ডাকছি তবু তুমি চুপ করে আছ কেন?

চোখার গলা! ঈশ্বরকে ডাকছে! ঈশ্বর কি দেখা দেবেন? ওর সঙ্গে কথা বলবেন? দেখি।

আমাকে তোমার বাড়ি নিয়ে এলে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়ার জন্যে। তোমাকে পেলাম আবার হারাবার জন্যে।

চোখা, আমি তো তোমার মধ্যে, কি করে তোমাকে ফেলব?

তুমি কি নিজেকে হারিয়ে ফেলেছ, চোখা যে আমাকে হারাবার কথা বলছ?

BN6.292

না, বিঠোবা! আমি তোমাকে সব সময় পাই আর পাবও।
তুমি আমার মধ্যে সর্বদাই বাস করছ আর নির্বোধের মতন বাইরে তোমাকে খুঁজছি।
ব্রহ্মাণ্ড তোমার বাসস্থান!
আমার হৃদয় তোমার মন্দির!
মিথ্যেবাদী! জোচ্চোর! ঠক! এই তোমার চালাকি! নিজের সঙ্গে কথা বলে বল ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলছি!
কষ্ট বা ভয়ের কোন চিহ্নই নেই!

ও ওখানে দাঁড়িয়ে হাসছে কেন? ওর হাসি দেখে আমার অস্বস্তি লাগছে কেন?
এ হাসি আমার চেনা! কোথাও দেখেছি!
কেন ওকে মারলাম? ও মাহার হতে পারে কিন্তু...
...কিন্তু ও আমার হুকুম মেনে পান্দারপুর ছেড়ে চলে গেছিল।
ও আমার কাজে বাধা দেয়নি। আমিই এসেছিলাম ওর ওপর গোয়েন্দাগিরি করতে।
পুরোহিত নদী পেরিয়ে মন্দিরে ফিরে এলেন... চূড়ান্ত অস্বস্তিভরা মন নিয়ে।
আমি অন্যায় করেছি। ওর নির্দোষ খেলায় আমার নাক গলানোর কি অধিকার ছিল?

পুরোহিত দেবতার মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে চোখ বুঁজলেন।

হে ঈশ্বর, আমার নীচ ব্যবহারের জন্য আমাকে ক্ষমা করো।

পুরোহিত চোখ খুলে মূর্তির মুখের দিকে তাকালেন। এই প্রথম সত্যিই তিনি মূর্তিটাকে দেখলেন।

সেই হাসি! মাহারের হাসি! এক...

তারপর তার দৃষ্টি গিয়ে পড়ল মূর্তির একটা গালের ওপর। তিনি কি স্বপ্ন দেখছেন?

নিজের চোখটা মুছে আবার তাকালেন।

ফুল আছে! কোনো ভুল নেই... ফুলে আছে।

মাহার। আমি মাহারের গালে চড় মেরেছিলাম।

হে ঈশ্বর, আমাকে ক্ষমা কর। ছোথা, আমাকে ক্ষমা কর। কী বোকামী! কী অজ্ঞ বোকা আমি ছিলাম! ওঃ, কী পাপ!

Indrajal Comics

মূর্তির পা ছেড়ে পুরোহিত উঠে দাঁড়ালেন ... অন্য মানুষ!
চোখাকে আঘাত করে আমি ঈশ্বরকে আঘাত করেছি।
অনুশোচনায় দগ্ধ হয়ে তিনি নদী পার হয়ে চোখার কুটিরে এসে তার পায়ে পড়লেন।
চোখা, আমি তোমার কাছে অন্যায় করেছি। এস দয়া কর আমাকে, মন্দিরে ফিরে চল
ঠাকুর, উঠুন।
চোখা পুরোহিতের সঙ্গে মন্দিরে এসে ঢুকল।
দেখ, আমি দেবতাকে কি করেছি। ওঁর গালটা...
ফোলাটা আর নেই! আমি ক্ষমা পেয়েছি!
চোখা পান্দারপুর থেকে গেলেন... ঈশ্বর আর সত্যকে খোঁজার নিজস্ব অভিজ্ঞতাকে নিয়ে অনেক ভজনগান বেঁধেছিলেন তিনি। আজও সেই গান ভক্তিভরে মহারাষ্ট্রের সর্বত্র গাওয়া হয়।

পান্ডারপুর

পান্ডুরঙ্গ যখন পুন্ডালিকার কাছে এলেন সেই সময় তিনি তাঁর বৃদ্ধ মাতাপিতার পরিচর্যায় ব্যস্ত ছিলেন। অতিথিকে বসতে দেবার মতন ঘরে একখানা ইটই ছিল, তিনি প্রভুকে বসার জন্যে ইটখানা এগিয়ে দিলেন...

...প্রভু সেই ইটের ওপর দাঁড়ালেন।

চন্দ্রভাগা নদীর তীরে, পান্ডারপুর মন্দিরে ধ্রুপদী ভঙ্গিমায় দাঁড়ানো পান্ডুরঙ্গের মূর্তিটি আমরা আজও দেখি।

বিত্তিদেব বিষ্ণুবর্ধন যখন কর্নাটকের হয়সাল বংশের নৃপতি হন....

...পুন্ডালিকা বরোদা পান্ডুরঙ্গের* জন্যে আবাসগৃহ সমেত মন্দির নির্মান করেন....

...পান্ডুরঙ্গই বিঠোবা নামে পরিচিত- যা বিত্তিদেব নামের সংক্ষিপ্ত রূপ।

* পান্ডুরঙ্গের আশিসধন্য পুন্ডালিকা

BNG.292

পরবর্তীকালে সন্ত নামদেব গান বাঁধেন—
কানডা বিঠ্ঠল বা। উভা মিবরতীরী।
নাম বরবে রুপ বরবে। দর্শন বরবে কানডিয়া।
"বিত্রা (ভীমা) নদীর তীরে কানাড়া বিঠোল দাঁড়িয়ে আছেন, 'কানাড়িয়ার' 'দর্শন' ভারি সুন্দর দৃষ্টি নয়নভোলানো।"
তাঁর নয়নভোলানো রূপ দেখে বিজয়নগরের সম্রাট রায়া কৃষ্ণদেব....
তিনি তাঁর রাজধানী হাম্পিতে বিঠোলাকে নিয়ে গেলেন।
প্রভুর প্রশস্তি গাইতে গাইতে ভানুদাসের নেতৃত্বে একদল 'ভারকারিস' হাম্পি পর্যন্ত যান...
...এবং আবার তাঁকে স্বস্থানে ফিরিয়ে আনেন।
জ্ঞেনেশ্বর, নামদেব, একনাথ, তুকারাম, পুরন্দর দাস প্রমুখ এবং মহারাষ্ট্র ও কর্নাটকের বহু সন্ত পুন্ডালিকা - বিঠোলা - পান্ডুরঙ্গ বিঠোলার কাছে ঈশ্বরীয় প্রেরনা লাভ করেছেন।
আজও প্রতিদিন তীর্থবারি মাথায় নিয়ে তীর্থযাত্রীরা দলে দলে পান্দারপুরে বিঠোলার মন্দিরে গিয়ে তাঁকে শ্রদ্ধা জানান।

লুকনো মুক্তো

মারুডা পাণ্ডেয়া

রাজা একদিন মন্দিরের রথ তৈরি করার জন্যে একটা পুরনো গাছকে কাটার আদেশ দিলেন।

রাজার লোকজন যখন গাছটা কাটবার জন্যে বুস্থুল তুলেছে এমন সময় একজন পণ্ডিত ছুটে এসে বললেন, "একাজ করবেন না। এই গাছটা শত শত বছর পরিশ্রান্ত পথিককে আশ্রয় দিয়েছে। ঐ পথিকরা যাবার সময় এই গাছটিকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে গেছে। মহারাজ, গাছটি প্রকৃত বন্ধুর মত।

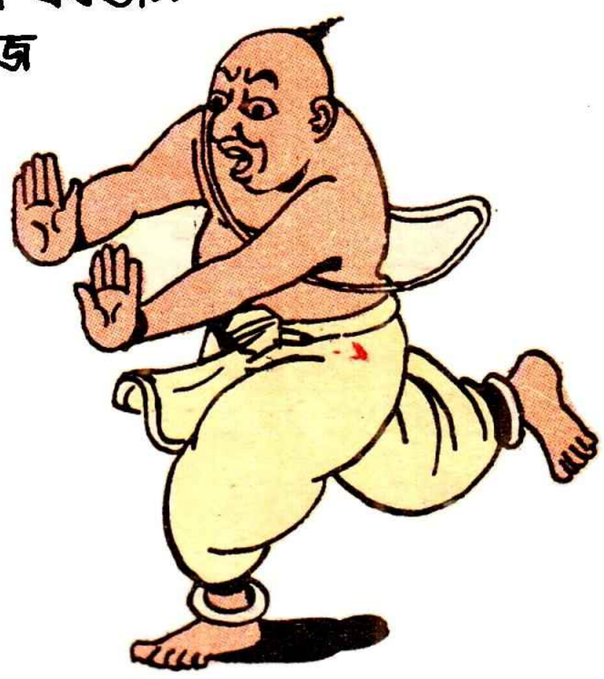

রাজা মারুডা পাণ্ডেয়া খুব ভাল লোক ছিলেন। বৃদ্ধ পণ্ডিতের কথাগুলির সত্যতা তিনি উপলব্ধি করলেন। তাকে যে অন্যায় কর্ম থেকে রক্ষা করলেন তার জন্য কৃতজ্ঞতা জানালেন। গাছটি কাটলেন না তো বটেই বরং তিনি রাজ্যে আরও গাছ লাগাবার ব্যবস্থা করলেন।

— তামিলনাড়ুর একটি কাহিনী।

তোমাদের আঞ্চলিক অনুরূপ কোন গল্প কাহিনী তোমার জানা আছে কি? জানা থাকলে গল্পটিকে ৩০০-৫০০ শব্দের মধ্যে রচনা করে প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতে পার। নির্বাচিত গল্পের জন্য পঞ্চাশ টাকা পুরস্কার। গল্প ফেরত পেতে হলে নিজের নাম ঠিকানা লেখা ৫০ পয়সার খাম চাই।
এই ঠিকানায় লিখবে

উচ্চারণ • ২/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

BNG.292

VALMIKI'S RAMAYANA IS BELIEVED TO BE THE FIRST POETIC WORK WRITTEN IN SANSKRIT; IT IS, THEREFORE, REFERRED TO AS THE ADIKAVYA. IT IS SAID THAT BRAHMA ASSURED VALMIKI THAT "AS LONG AS THE MOUNTAINS STAND AND THE RIVERS FLOW, SO LONG SHALL THE RAMAYANA BE READ BY MEN."

THE IMMORTAL EPIC OF VALMIKI NOW IN THE AMAR CHITRA KATHA SERIES

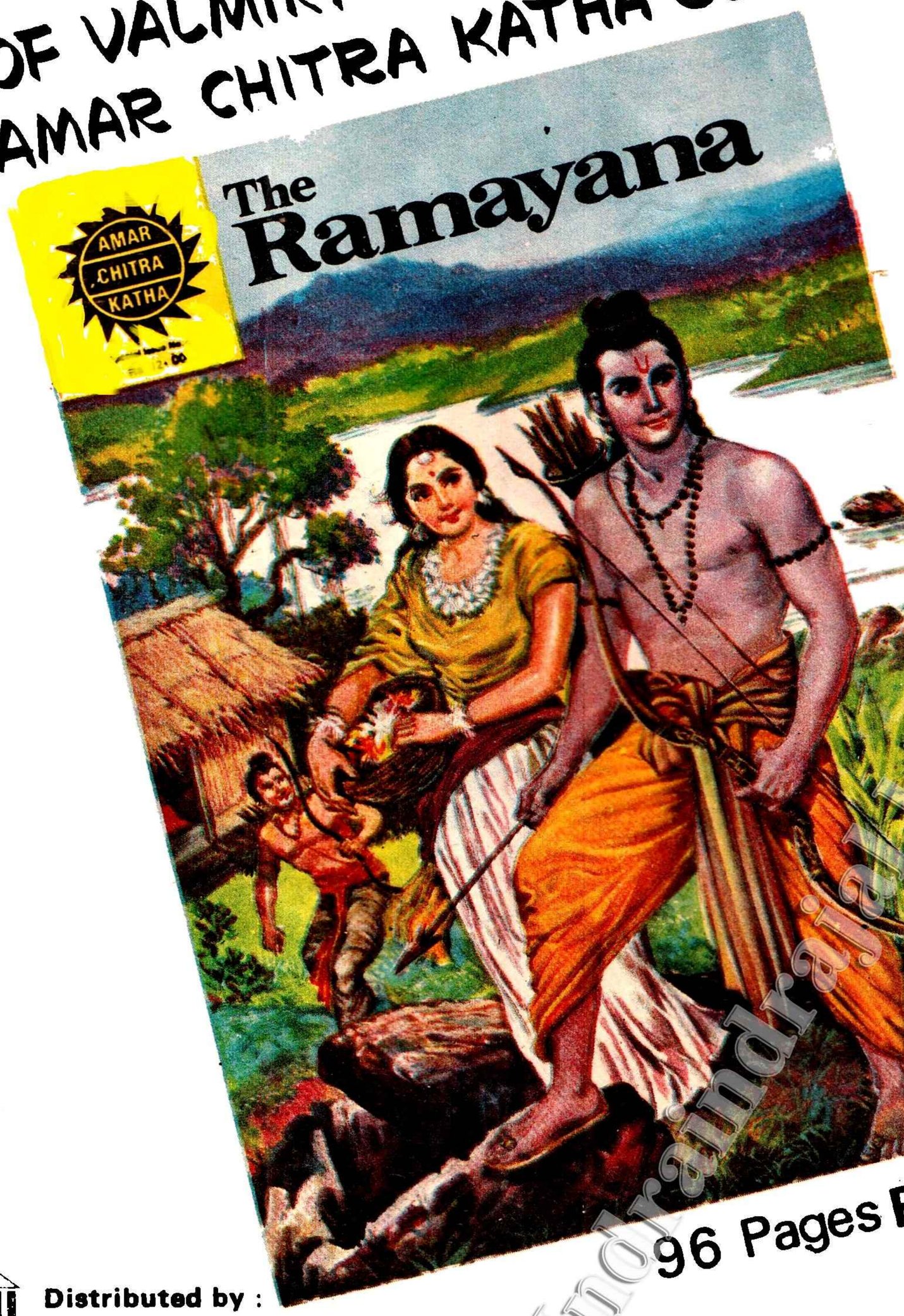

AMAR CHITRA KATHA

96 Pages Rs.12/–

Distributed by :
INDIA BOOK HOUSE

NOW!

Listen

to stories from

AMAR CHITRA KATHA

on

AMARNĀD

PRE-RECORDED CASSETTES

Now you can listen to your favourite Amar Chitra Katha on cassette. Exciting and inspiring stories from History, Mythology and Folklore dramatically recaptured with dialogue and music.

7 Amar Chitra Katha cassettes (four in English, three in Hindi) now available at leading music shops. 60 minutes of listening pleasure on each cassette. Buy it for yourself or give it as a gift to someone you love.

Rs.40 per cassette (post paid)

Over 350 Amarnad programmes now available.

amar chitra katha

Mail this coupon along with your M.O./Draft to:
INDIA BOOK HOUSE PVT. LTD.
12-H, Dalamal Park, 223 Cuffe Parade, Bombay-4000

ENGLISH	HINDI
☐ Krishna I & II Sudama, Dhruva	☐ Krishna, Sudama Luvkush, Dhruva
☐ Seven tales of Panchtantra	☐ Sati aur Shiva Ram ke Purvaj Dasharatha, Prahla
☐ Seven tales of Birbal	
☐ Nine tales of Birbal	☐ Panchatantra

Please send me Amar Chitra Katha cassette(s) ticked ☑ at Rs. 40 per cassette (post paid)

My M.O./Draft for Rs.__ for __ cassette(s) is enclose

Name ______

Address ______

অমর চিত্র কথা

তোমাদের মনের মতো রঙীন বই

অমর চিত্রকথা

প্রকাশিত তালিকা

• পুরাণ

লবকুশ
মহীরাবণ
পরশুরাম
নলদময়ন্তী
মীরাবাঈ
ভীষ্ম
গীতা
লঙ্কার রাজা রাবণ
ভীম ও হনুমান
ইন্দ্র ও শিবি
গান্ধারী
সাবিত্রী
কর্ণ
হরিশ্চন্দ্র
বালী
কুম্ভকর্ণ
দুর্গা
ঘটোৎকচ
আরুণি ও উতঙ্ক
মহাভারত
সূর্য
গঙ্গা
নচিকেতা
ধ্রুবঅষ্টবক্র
গণেশ
রামায়ণ
প্রহ্লাদ
কৃষ্ণের গল্প

• জীবনী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সূরদাস
জয়দেব
কবীর
তানসেন
রামশাস্ত্রী
জয়প্রকাশ
বাবাসাহেব আম্বেদকার
লোকমান্য তিলক
বুদ্ধ
বিদ্যাসাগর
মহাকবি কালিদাস
বাঘাযতীন
সুভাষচন্দ্র বোস
বিবেকানন্দ

• ইতিহাস

বিক্রমাদিত্য
রসিক বীরবল
অশোক
ঝাঁসির রাণী
টিপু সুলতান
শিবাজী
বালাদিত্য ও যশোধর্মণ
জাহাঙ্গীর
শিবাজী
রাণাপ্রতাপ
চাণক্য
বুদ্ধিমান বীরবল
তানাজী

• কিংবদন্তী

শকুন্তলা
কপালকুণ্ডলা
রাজসিংহ
কাদম্বরী
স্বর্গীয় কণ্ঠহার
অঙ্গুলিমালা
বাঘ ও কাঠঠোক্রা
ধাত্রীপান্না ও হাদিরাণী
আম্রপালী ও উপগুপ্ত
শ্রীদত্ত
চন্দ্রললাট
রত্নাবলী
পঞ্চতন্ত্র
আনন্দমঠ
দেবীচৌধুরানী
সাতরঙা রাজপুত্র
হিতোপদেশ
জাতকের গল্প

প্রতিখণ্ড ৩.৫০ টাকা মাত্র

প্রকাশিতব্য:

শিবের গল্প
ভানুমতী পদ্মিনী

বাংলা সংস্করণের একমাত্র পরিবেশক:

উচ্চারণ ২/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,
কলিকাতা ৭০০ ০৭৩

Malay

indiaamarchitra.com

Jeevan and Hanu communicate about

THOSE TALKATIVE ANIMALS

Fire ants communicate with different odours produced by special glands. A slow-fading smell marks a route to food. A quick-fading smell warns of danger. Another odour identifies a fire-ant to others in the community, and yet another calls for a 'general' meeting — without alarm.

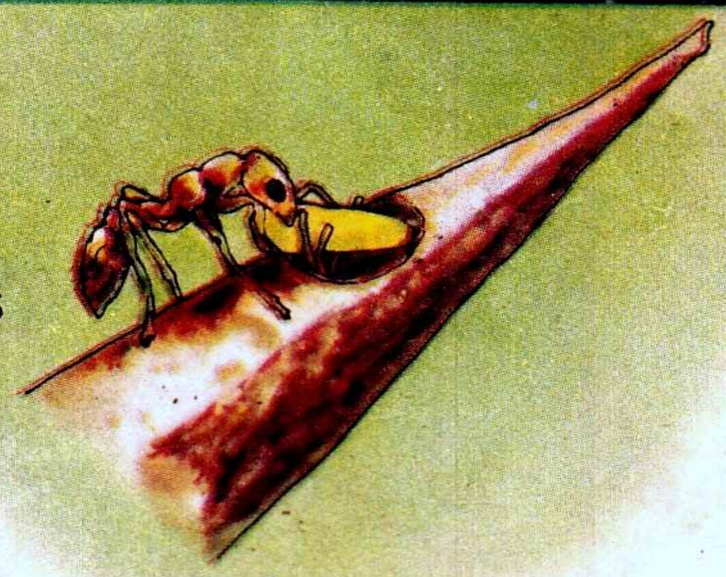

Over 2,000 kinds of lightning bugs exist — beetles that emit different kinds of light. Special nerves switch 'on' a glowing chemical. These lights are used as 'courting' signals. Each of the 2,000 varieties has its own lighting language, avoiding confusion. The flashes also help scare away enemies.

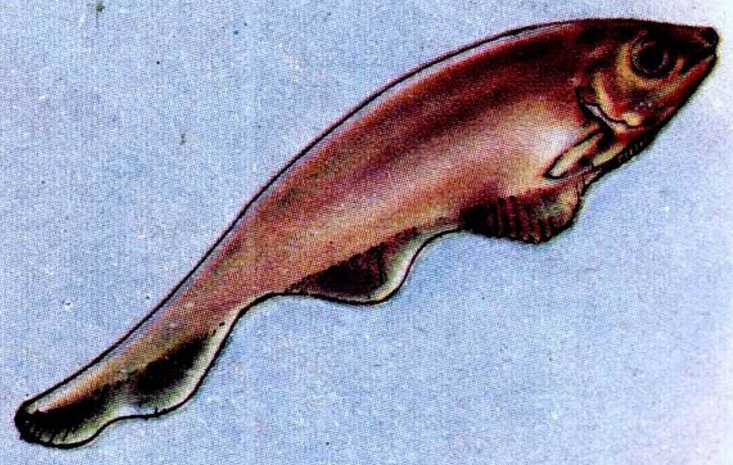

The knife fish creates an electrical charge in surrounding water. Other knife fishes sense this charge as sound, with musical 'notes' in complex combinations and subtle rhythms. Scientists are trying to understand this puzzling musical language.

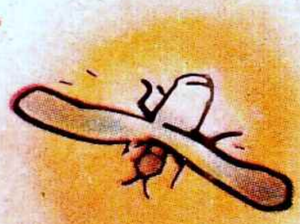

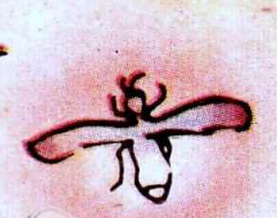

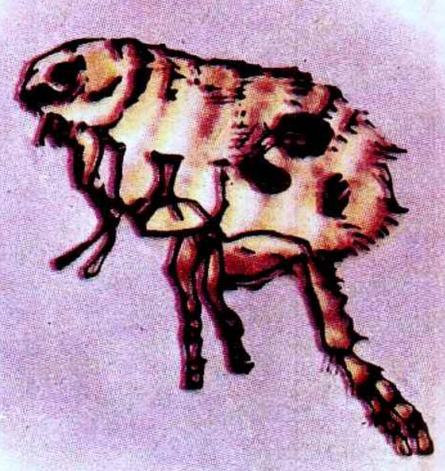

Fleas talk by sending sound waves too high for humans to hear. Small abdominal air openings narrow and widen to vary the pitch (like whistling). Sensitive hairs on the backside pick up these sounds, which usually communicate an invitation to a feast — at a newly-discovered food source.

Life Insurance is the safest surest way to protect your future. Find out about it.

Life Insurance Corporation of India

1983 WORLD COMMUNICATIONS YEAR

daCunha/LIC/138/83